দানিয়েলের বই - নম্বর দশ

প্রক্রিয়া

Jeff Pippenger
2023-12-05

দানিয়েলের প্রথম অধ্যায়ে, যিরমিয়ের ভবিষ্যদ্বাণীকৃত সত্তর বছরের বন্দিদশায় দানিয়েলকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এবং তিনি কোরেশের প্রথম বছর পর্যন্ত থাকলেন।

> আর দানিয়েল রাজা কীরূষের প্রথম বর্ষ পর্যন্ত থাকলেন। দানিয়েল ১:২১।

অতএব, দানিয়েল সত্তর বছরের বন্দীদশার সমগ্র সময়কাল জুড়ে বেঁচে ছিলেন, সেই ফরমান জারি হওয়া পর্যন্ত যা প্রাচীন ইস্রায়েলীয়দের জেরুজালেমে পুনর্নির্মাণ ও পুনরুদ্ধারের জন্য ফিরে আসার অনুমতি দিয়েছিল।

> তখন পারস্যের রাজা কোরেশের রাজত্বের প্রথম বছরে, যিরমিয়ের মাধ্যমে বলা প্রভুর বাক্য পূরণ হওয়ার জন্য, প্রভু পারস্যের রাজা কোরেশের আত্মাকে উদ্দীপিত করলেন; ফলে তিনি তাঁর সমগ্র রাজ্যে একটি ঘোষণা জারি করলেন এবং তা লিখিতভাবেও প্রকাশ করলেন, এই বলে। এজরা ১:১।

সুতরাং দানিয়েল হলেন সেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের পরীক্ষার প্রক্রিয়ার প্রতীক, যা শুরু হয়েছিল ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর এবং "আদেশ" পর্যন্ত চলতে থাকে, যা বাবিলন থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বানকে চিহ্নিত করে।

> আর আমি স্বর্গ হইতে আরেকটি কণ্ঠস্বর শুনিলাম, বলিতেছে, হে আমার প্রজা, তোমরা তাহার মধ্য হইতে বাহির হও, যেন তোমরা তাহার পাপসমূহে অংশীদার না হও, এবং যেন তোমরা তাহার বিপদসমূহ ভোগ না কর। কারণ তাহার পাপসমূহ স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, এবং ঈশ্বর তাহার অধর্মসমূহ স্মরণ করিয়াছেন। প্রকাশিত বাক্য ১৮:৪, ৫।

সত্তর বছরের বন্দিদশা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের পরীক্ষা ও পরিশুদ্ধিকরণের সময়কাল। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ইসলামের তৃতীয় হায় এসে পৌঁছেছিল। এটি কেবল তারাই স্বীকার করেন, যারা অ্যাডভেন্টিবাদের মৌলিক সত্যসমূহ গ্রহণ করেন। অগ্রদূতেরা প্রথম হায় এবং দ্বিতীয় হায়—উভয়কেই ইসলাম হিসেবে সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। এলেন হোয়াইট অনুমোদিত এবং হাবাক্কূকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিপূর্ণতা হিসেবে চিহ্নিত অগ্রদূতদের ১৮৪৩ ও ১৮৫০ সালের উভয় চার্টে ইসলামকে পঞ্চম ও ষষ্ঠ তূরী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শেষ তিনটি তূরী হলো হায়ের তূরী।

> আর আমি দেখিলাম এবং শুনলাম—এক স্বর্গদূত মধ্যাকাশে উড়ে যাচ্ছিল; সে উচ্চ কণ্ঠে বলছিল, ‘হায়, হায়, হায়, পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য—কারণ তিন স্বর্গদূতের তূর্যের অবশিষ্ট ধ্বনিসমূহের জন্য, যেগুলি এখনও বাজতে বাকি!’ প্রকাশিত বাক্য ৮:১৩।

যদি তিনটি বিপদের তূরী থাকে, এবং প্রথম ও দ্বিতীয় বিপদের তূরী ইসলাম হয়, তাহলে তৃতীয় বিপদের তূরীও ইসলাম—এ কথা বোঝা বেশ সহজ। ইসলামকে বিপদের তূরী হিসেবে প্রতীকায়িত করার একটি উপাদান হলো—প্রথমে তাদের বেঁধে রাখা, তারপর সেই বাঁধন খুলে দেওয়া। সিস্টার হোয়াইট প্রকাশিত বাক্যের সপ্তম অধ্যায়ের চার বাতাসকে একটি “ক্রুদ্ধ ঘোড়া” হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যে “বাঁধন ছিঁড়ে” তার পিছুতে “মৃত্যু ও ধ্বংস” ডেকে আনতে

চায়।

> “স্বর্গদূতেরা চার বাতাসকে ধরে রেখেছেন—যাকে এক ক্রুদ্ধ অশ্বরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে; যে বন্ধন ছিন্ন করে মুক্ত হয়ে সমগ্র পৃথিবীর পৃষ্ঠ জুড়ে ধেয়ে যেতে চায়, এবং তার গতিপথে ধ্বংস ও মৃত্যু বয়ে আনে।”

> “আমরা কি শাশ্বত জগতের একেবারে প্রান্তসীমায় এসে ঘুমিয়ে থাকব? আমরা কি নিস্তেজ, শীতল এবং মৃত হয়ে থাকব? হায়, যেন আমাদের গির্জাগুলিতে ঈশ্বর তাঁর লোকদের মধ্যে তাঁর আত্মা ও শ্বাস ফুঁকে দেন, যাতে তারা নিজ পায়ে দাঁড়াতে এবং বাঁচতে পারে। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে পথটি সংকীর্ণ, এবং দ্বারটি সংকীর্ণ। কিন্তু যখন আমরা সেই সংকীর্ণ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করি, তখন তার প্রশস্ততা সীমাহীন।” ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, খণ্ড ২০, ২১৭.

চার বাতাসকে সংযত করে রাখা চারজন স্বর্গদূত বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর সেই ‘ক্রুদ্ধ ঘোড়া’টিকে রোধ করে রাখছেন, যা মৃত্যু ও ধ্বংস ঘটায়। প্রকাশিত বাক্যের নবম অধ্যায়ে, যেখানে প্রথম ও দ্বিতীয় ‘হায়’ তূর্য চিহ্নিত করা হয়েছে, সেখানে একজন রাজাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁকে প্রকাশিত বাক্য ‘নয়-এগারো’-এ চিহ্নিত করা হয়েছে।

> এবং তাদের উপর একজন রাজা ছিল, যিনি অতল গহ্বরের স্বর্গদূত; হিব্রু ভাষায় যার নাম আবাদ্দন, কিন্তু গ্রিক ভাষায় তার নাম আপোল্লিয়ন। তাদের উপর কর্তৃত্বকারী হিসেবে। প্রকাশিত বাক্য ৯:১১।

ইসলামের রাজার নাম, এবং সেইজন্য তার চরিত্রও, হিব্রুতে ‘আবাড্দন’ এবং গ্রিকে ‘আপোল্লিয়ন’। পুরাতন ও নতুন নিয়মে—যথাক্রমে হিব্রু ও গ্রিক ভাষায়—এই দুই নামের অর্থেই ইসলামের চরিত্রটি পাওয়া যায়। উভয় শব্দেরই অর্থ ‘মৃত্যু ও বিনাশ’। সিস্টার হোয়াইট বলেন, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জন মোহরপ্রাপ্ত হওয়ার সময় যে ‘রাগান্বিত ঘোড়া’টিকে চারজন স্বর্গদূত আটকে রাখছেন, সেটি বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে তার পথে ‘মৃত্যু ও বিনাশ’ বয়ে আনতে চাইছে।

শাস্ত্রে ইসলামের প্রথম উল্লেখ হলো ইশ্মায়েল, যিনি ইসলাম ধর্ম পালনকারীদের পিতা। সেই প্রথম উল্লেখে তাকে এক বন্য মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং 'বন্য' হিসেবে যে শব্দটি অনুবাদ করা হয়েছে, তার অর্থ হলো 'আরবীয় বন্য গাধা'। ইসলামের প্রথম ভবিষ্যদ্বাণীমূলক উল্লেখটি হলো ঘোড়া-জাতের একটি প্রতীক, এবং অগ্রদূতরা দুটি পবিত্র চার্টে প্রথম ও দ্বিতীয় 'হায়' সংক্রান্ত ইসলামের চিত্রায়ণে ঘোড়ার প্রতীকই ব্যবহার করেছিলেন। প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ের চার বাতাস ঈশ্বর তাঁর লোকদের সিলমোহর না দেওয়া পর্যন্ত আটকে রাখা হয়েছে, বা 'সংযত' রাখা হয়েছে। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সিলমোহর দেওয়ার প্রক্রিয়াটিই একই সঙ্গে পরীক্ষা ও শুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়া।

এই সব ভবিষ্যদ্বাণীমূলক দৃষ্টান্ত দানিয়েলের সত্তর বছরের বন্দিদশার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে; ইহোয়াকিম থেকে শুরু করে—যিনি প্রথম বার্তার ক্ষমতায়নের প্রতীক—সেই 'আদেশ' পর্যন্ত, যা পুরুষ ও নারীদের বাবিল থেকে বের হতে আহ্বান জানায়। ইসলামকে সংযত রাখা এবং তারপর মুক্ত করে দেওয়া—এটি বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতীক হিসেবে ইসলামের একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য।

তাদেরকে যখন "চার বাতাস" বলা হয়, তখন ঈশ্বরের দাসদের উপর সীলমোহর বসানোর সময় তাদের রোধ করে রাখা হয়। দ্বিতীয় হায়-এর শুরুতে—যে সময়-ভবিষ্যদ্বাণী তিনশ একানব্বই বছর ও পনের দিন স্থায়ী হয়ে ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ পূর্ণ হয়েছিল—দ্বিতীয় হায়-এর ইসলামকে প্রতিনিধিত্বকারী চারজন স্বর্গদূত "মুক্ত" করা হয়েছিল। ভবিষ্যদ্বাণীর শেষে, তাদের "রোধ" করা হয়েছিল।

> যার হাতে তূরী ছিল সেই ষষ্ঠ স্বর্গদূতকে বলা হলো, ‘মহান নদী ইউফ্রাতিসে বাঁধা চার স্বর্গদূতকে মুক্ত করো।’ আর সেই চার স্বর্গদূত মুক্ত করা হলো; তারা নির্দিষ্ট এক ঘণ্টা, এক দিন, এক মাস ও এক বছরের জন্য প্রস্তুত ছিল—মানুষের এক-তৃতীয়াংশকে হত্যা করার জন্য। প্রকাশিত বাক্য ৯:১৪, ১৫।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ইতিহাসের প্রথম বার্তা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছিল, যখন তৃতীয় “হায়”-এর ইসলাম “মুক্ত” করা হয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তা “সংযত” করা হয়েছিল। সিস্টার হোয়াইট ব্যাখ্যা করেন কেন এটা ঘটেছিল, কিন্তু প্রথমে আমাদের স্মরণ করা উচিত যে বাইবেলের প্রথম উল্লেখে ইসলামের উদ্দেশ্য ছিল জাতিগুলোকে ক্রুদ্ধ করা, কারণ ইশ্মায়েলের হাত থাকবে প্রত্যেক মানুষের বিরুদ্ধে, এবং প্রত্যেক মানুষের হাত থাকবে ইসলামের বিরুদ্ধে।

> আর প্রভুর স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, দেখ, তোমার গর্ভে সন্তান আছে, এবং তুমি এক পুত্রের জন্ম দেবে; আর তার নাম ইশ্মায়েল রাখবে; কারণ প্রভু তোমার ক্লেশ শুনেছেন। আর সে হবে এক বন্য প্রকৃতির মানুষ; তার হাত থাকবে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে, এবং প্রত্যেকের হাত থাকবে তার বিরুদ্ধে; এবং সে তার সকল ভ্রাতাদের সম্মুখে বাস করবে। উৎপত্তি ১৬:১১, ১২।

বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে ইসলামের উদ্দেশ্য হিসেবে দেখানো হয়েছে ইসলামবিরোধিতায় সব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা, যাতে জাতিসংঘ তাদের ক্রোধ সাবাথ পালনকারীদের ওপর বর্ষণ করার আগেই তা ঘটে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, যারা ৯/১১-কে মিলারাইট ঘটনাবলির ক্রমের পুনরাবৃত্তির সূচনা হিসেবে বোঝে, তারা প্রত্যেকে ‘দানিয়েল’-এর ন্যায় হয়ে গেছে, যেমন তিনি সত্তর বছরের জন্য বাবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলেন। জেহোইয়াকিম সেই পরীক্ষা-প্রক্রিয়ার সূচনাকে চিহ্নিত করে, এবং তৃতীয় ‘হায়’ হিসেবে ইসলাম তখন মুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছিল, যাতে ঈশ্বর তাঁর লোকদের সিলমোহর দিতে পারেন।

> এই দর্শনটি ১৮৪৭ সালে দেওয়া হয়েছিল, যখন অ্যাডভেন্ট ভ্রাতৃগণের মধ্যে খুব অল্পই বিশ্রামদিন পালন করতেন; এবং তাদের মধ্যেও অল্প কয়েকজনই ধারণা করতেন যে এর পালন এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে তা ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গে অবিশ্বাসীদের মধ্যে একটি সীমারেখা টানতে পারে। এখন সেই দর্শনের পরিপূর্তি দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। এখানে উল্লেখিত 'সেই ক্লেশের সময়ের সূচনা' বলতে বোঝানো হয়েছে সেই সময়কে নয় যখন মারীগুলি ঢালা শুরু হবে, বরং তার ঠিক আগের একটি স্বল্পকালীন সময়কে, যখন খ্রিস্ট পবিত্রস্থানে থাকবেন। সেই সময়, যখন পরিত্রাণের কাজ সমাপ্তির দিকে, পৃথিবীতে বিপদ নেমে আসবে, এবং জাতিসমূহ ক্রুদ্ধ হবে; তবু তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে, যাতে তৃতীয় স্বর্গদূতের কাজ বাধাগ্রস্ত না হয়। সেই সময় 'পরবর্তী বৃষ্টি', অর্থাৎ প্রভুর উপস্থিতি থেকে আসা সজীবতা, নেমে আসবে, যাতে তৃতীয় স্বর্গদূতের উচ্চ কণ্ঠের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সাধুগণ প্রস্তুত হন সেই সময়ে দাঁড়াতে, যখন শেষ সাতটি মারী ঢেলে দেওয়া হবে। Early Writings, 85.

দানিয়েলের সত্তর বছর শুরু হয় ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ, যখন ইসলাম মুক্ত হয়েছিল এবং হঠাৎ ও অপ্রত্যাশিতভাবে প্রকাশিত বাক্য ১৩ অধ্যায়ের 'পৃথিবী থেকে ওঠা জন্তুকে' আঘাত করে জাতিগুলিকে ক্রোধান্বিত করেছিল। তারপর ইসলামকে সংযত করা হয়, যাতে তৃতীয় স্বর্গদূতের কাজটি সম্পন্ন করা যায়। তৃতীয় স্বর্গদূতের কাজ হলো ঈশ্বরের লোকদের সীলমোহর দেওয়া, এবং ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ যখন সেই কাজ শুরু হয়, তখন পরবর্তী বৃষ্টি 'ছিটিয়ে পড়তে' শুরু করে। দানিয়েলের প্রথম অধ্যায়টি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের পরীক্ষার প্রক্রিয়াটি চিত্রিত করছে, যা ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ থেকে শুরু হয়ে চলতে থাকবে, যতক্ষণ না প্রকাশিত বাক্য ১৮ অধ্যায়ের দ্বিতীয় 'কণ্ঠ' ঈশ্বরের অন্য ভেড়াপালকে বাবিল থেকে বেরিয়ে আসতে ডাকে। অতএব দানিয়েল এমন এক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা এখন আত্মিক বন্দিত্বে রয়েছে এবং এই অবস্থাটি পরীক্ষার প্রক্রিয়ার একেবারে সমাপ্তি পর্যন্ত থাকবে। দানিয়েলের প্রথম অধ্যায়ে পরীক্ষার সময়সীমার সমাপ্তিকে 'দিনসমূহের শেষে' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

> যে দিনগুলোর শেষে রাজা বলেছিলেন তাদের আনা হবে, সেই সময় এলে খোজাদের প্রধান তাদের নেবূখদ্নেজরের সামনে উপস্থিত করল। রাজা তাদের সঙ্গে কথা বললেন; এবং তাদের মধ্যে দানিয়েল, হনন্য, মীশায়েল ও আজারিয়ার মতো আর কেউ পাওয়া গেল না; তাই তারা রাজার সামনে দাঁড়াল। আর জ্ঞান ও বুদ্ধির সব বিষয়ে, যেগুলো সম্পর্কে রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি তাদের সমগ্র রাজ্যের সব যাদুকর ও জ্যোতিষীদের চেয়ে দশ গুণ উত্তম বলে পেলেন। দানিয়েল ১:১৮-২০।

তৃতীয় পরীক্ষা, যা দানিয়েল ও তিনজন বিশ্বস্তের জন্য এক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক লিটমাস পরীক্ষা নির্দেশ করে, ছিল সেই সময় যখন নেবূখদ্নেজার তাদের বিচার করেছিলেন, এবং দেখা গেল যে তারা "তার সমগ্র রাজ্যে যত জাদুকর ও জ্যোতিষী ছিল, তাদের সকলের চেয়ে দশগুণ উত্তম।" তৃতীয় পরীক্ষা বিচার দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, এবং সেই বিচার ঘটেছিল "দিনগুলোর শেষে"। দানিয়েলের পুস্তকে, "দিনগুলোর শেষে" হলো যেখানে দানিয়েল তাঁর নির্ধারিত অংশে দাঁড়ান।

> অনেকেই পরিশুদ্ধ হবে, শুভ্র হবে, এবং পরীক্ষিত হবে; কিন্তু দুষ্টেরা দুষ্টতাই করবে: আর দুষ্টদের কেউই বুঝবে না; কিন্তু জ্ঞানীরা বুঝবে.... ধন্য সেই ব্যক্তি যে অপেক্ষা করে এবং এক হাজার তিনশ পঁয়ত্রিশ দিন পর্যন্ত পৌঁছায়। কিন্তু তুমি (দানিয়েল) শেষ পর্যন্ত তোমার পথে চল; কারণ তুমি বিশ্রাম করবে, এবং দিনগুলির শেষে তোমার অংশে দাঁড়াবে।
>
> দানিয়েলের নিজ ভাগে দাঁড়ানোর সময় এসে গেছে। তাঁকে দেওয়া আলো যেমন আগে কখনও হয়নি, তেমনভাবে সারা বিশ্বে পৌঁছানোর সময় এসে গেছে। যাদের জন্য প্রভু এত কিছু করেছেন, তারা যদি আলোয় চলেন, তাহলে খ্রিষ্ট এবং তাঁর সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান, যতই তারা এই পৃথিবীর ইতিহাসের সমাপ্তির কাছাকাছি আসে, ততই ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। সপ্তম-দিবস অ্যাডভেন্টিস্ট বাইবেল ভাষ্য, খণ্ড ৪, ১১৭৪।

সিস্টার হোয়াইট দানিয়েল গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ের দশ নম্বর পদের শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত করে "দিনসমূহের শেষে"কে চিহ্নিত করেন। তিনি প্রায়ই দশ নম্বর পদটি তেরো নম্বর পদের "দিনসমূহের শেষে" বাক্যাংশের সঙ্গে একত্রে ব্যবহার করেন।

অনেকেই পরিশুদ্ধ হবে, শুভ্র হবে, এবং পরীক্ষিত হবে; কিন্তু দুষ্টেরা দুষ্টতাই করবে: আর দুষ্টদের কেউই বুঝবে না; কিন্তু জ্ঞানীরা বুঝবে.... ধন্য সেই ব্যক্তি যে অপেক্ষা করে এবং এক হাজার তিনশ পঁয়ত্রিশ দিন পর্যন্ত পৌঁছায়। কিন্তু তুমি (দানিয়েল) শেষ পর্যন্ত তোমার পথে চল; কারণ তুমি বিশ্রাম করবে, এবং দিনগুলির শেষে তোমার অংশে দাঁড়াবে।

আজ দানিয়েল তাঁর স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন, এবং জনগণের উদ্দেশে কথা বলার জন্য আমাদের উচিত তাঁকে স্থান দেওয়া। আমাদের বার্তা জ্বলন্ত প্রদীপের মতো এগিয়ে যেতে হবে। ‘সেই সময় মিখায়েল উঠবেন, তিনি মহান রাজপুত্র, যিনি তোমার জাতির সন্তানদের পক্ষে দাঁড়িয়ে আছেন; এবং এক বিপদের সময় আসবে—এমন যে, কোনো জাতি হওয়ার পর থেকে সেই সময় পর্যন্ত কখনো হয়নি; আর সেই সময় তোমার লোকেরা উদ্ধার পাবে—যার নাম বইয়ে লেখা আছে এমন প্রত্যেকেই। এবং পৃথিবীর ধূলায় নিদ্রামগ্নদের অনেকেই জেগে উঠবে—কেউ অনন্ত জীবনের জন্য, আর কেউ লজ্জা ও চিরস্থায়ী অবজ্ঞার জন্য। আর যারা জ্ঞানী তারা আকাশমণ্ডলের দীপ্তির মতো জ্যোতির্ময় হবে; এবং যারা অনেককে ধার্মিকতার পথে ফেরায়, তারা নক্ষত্রদের ন্যায় চিরকাল ও অনন্তকাল আলোকিত হবে।’

এই কথাগুলি উপস্থাপন করে সেই কাজ, যা আমাদের এই শেষ দিনগুলিতে করতে হবে। আমরা অর্ধেকও সজাগ নই। যে কাজ অবশ্যই করতে হবে, তা করার জন্য যে শক্তি অপরিহার্য, তা আমাদের নেই। আমাদের জীবন্ত হয়ে উঠতে হবে, ঐক্যে আসতে হবে। এখনই, এই মুহূর্তে, আমাদের সেই অবস্থানে দাঁড়াতে হবে যেখানে আমাদের কাজের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হবে অনুতাপ ও ক্ষমা। কোনো ঝগড়াঝাঁটি চলবে না। শয়তানের সেই চোখ অন্ধ করার কাজে জড়াতে এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। প্রলোভনকারী আত্মাদের এবং দানবদের মতবাদের প্রতি কর্ণপাত করার জন্যও এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলতে যে, যখন পবিত্র আত্মা ভাষা ও বাকশক্তি প্রদান করেন, তখন আমরা পেন্টেকস্টের দিনে যে কাজ হয়েছিল তার অনুরূপ একটি কাজ সম্পন্ন হতে দেখব। খ্রিস্টের প্রতিনিধিরা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করবেন। এখানে একজন, ওখানে আরেকজন ভেঙে ফেলে ধ্বংস করতে চাইছে—এমনটি দেখা যাবে না।

"আদেশ কার্যকর হওয়ার আগে, দিনটি তুষের মতো উড়ে যাওয়ার আগে, প্রভুর তীব্র ক্রোধ তোমাদের ওপর আসার আগে, প্রভুর ক্রোধের দিন তোমাদের ওপর আসার আগে, হে পৃথিবীর সকল নম্রগণ, যারা তাঁর বিধান পালন করছে, তোমরা প্রভুকে সন্ধান করো; ধার্মিকতা সন্ধান করো, নম্রতা সন্ধান করো; হয়তো প্রভুর ক্রোধের দিনে তোমরা আড়ালিত থাকবে।" অস্ট্রেলিয়ান ইউনিয়ন কনফারেন্স রেকর্ড, ১১ মার্চ, ১৯০৭।

বাবিলে দানিয়েলের সত্তর বছরের বন্দিদশা দ্বারা যে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলকরণটি প্রতীকায়িত হয়েছে, তা দানিয়েল গ্রন্থের বারো অধ্যায়ের দশম পদেও প্রতিফলিত হয়েছে। এই পদটি “সত্য”-এর ছাপ বহন করে, কারণ এটি হিব্রু শব্দ “সত্য”-এর বৈশিষ্ট্যসূচক তিনটি ধাপকে চিহ্নিত করে। অনেকেই পরিশোধিত হবে, শুভ্র করা হবে, তারপর পরীক্ষিত হবে। দানিয়েল ও তিনজন বিশ্বস্তজন প্রথম অধ্যায়ে ঈশ্বরভীতির দ্বারা পরিশোধিত হয়েছিলেন, কারণ তারা বাবিলীয় খাদ্যভ্যাস গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এরপর তাদের চেহারা বাবিলীয় খাদ্য ভক্ষণকারীদের তুলনায় আরও সুন্দর ও অধিক পুষ্ট দেখা গেল। তাদের সেই চেহারাই ছিল খ্রিস্টের ধার্মিকতা, যা হলো সাদা বস্ত্র। তারপর দিনগুলোর শেষে যখন তারা

নেবূখদ্‌নেজরের বিচারের মুখোমুখি হলো, তখন তারা পরীক্ষিত হলো।

"দিনগুলোর শেষে", যখন দানিয়েল "নিজ অংশে" দাঁড়াবে, ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে "খ্রিস্ট সম্পর্কে জ্ঞান এবং তাঁর সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে"। নেবূখদ্‌নেজর উল্লেখ করেছিলেন যে "জ্ঞান ও বুদ্ধির সমস্ত বিষয়ে," দানিয়েল এবং সেই তিনজন বীর "পাওয়া গেলেন" যে তারা "তার সমগ্র রাজ্যে থাকা সকল জাদুকর ও জ্যোতিষীদের চেয়ে দশ গুণ উত্তম"।

দানিয়েল গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের অভিজ্ঞতাকে চিত্রিত করছে, যারা তিন ধাপের পরীক্ষার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়। সেই প্রক্রিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে, সিস্টার হোয়াইট বলেন, "এই কথাগুলো আমাদের এই শেষ দিনগুলোতে যে কাজ করতে হবে তা উপস্থাপন করে। আমরা অর্ধেকেও সজাগ নই। যে কাজ অবশ্যই করতে হবে তা সম্পাদনের জন্য যে শক্তি অপরিহার্য, তা আমাদের নেই। আমাদের জীবন্ত হতে হবে, ঐক্যে আসতে হবে। এখন, একেবারে এখনই, আমাদের এমন অবস্থানে দাঁড়াতে হবে যেখানে পশ্চাতাপ ও ক্ষমা আমাদের কাজের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হবে। কোনো কলহ থাকা চলবে না।"

যে পরীক্ষার প্রক্রিয়া 'দিনগুলোর শেষে'-এ নিয়ে যায়, সেটি প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে দুই সাক্ষীর পুনরুত্থানের দিকে নিয়ে যায়। এখন আমাদের করণীয় হলো ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এর বার্তাটি গ্রহণ করা এবং মৃত শুকনো হাড় দ্বারা প্রতীকায়িত জাগরণের মতো জেগে ওঠা। 'আমাদের জীবিত হতে হবে, ঐক্যে আসতে হবে।' এটা করলে, আমাদের কাজের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হবে আমাদের 'অনুতাপ ও ক্ষমা'। আমাদের কাজের এই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যটি দানিয়েল গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে, যখন দানিয়েল লেবীয় পুস্তক ২৬ অধ্যায়ের প্রার্থনা করেন—নিজের পাপ এবং তার পিতৃপুরুষদের পাপের ক্ষমা চান—এবং একই সঙ্গে স্বীকার করেন যে ১৮ জুলাই, ২০২০-এ যে হতাশা 'অপেক্ষাকালের' সূচনা চিহ্নিত করেছিল, সেই সময় থেকে তিনি ঈশ্বরের বিপরীতে চলছিলেন। তাঁকে এটিও স্বীকার করতে হবে যে একই সময়ে ঈশ্বরও তাঁর বিপরীতে চলছিলেন। দানিয়েল প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁদের, যারা ১৮ জুলাই, ২০২০ থেকেই 'সত্তর বছরের' বন্দিত্বের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন।

সত্তর বছর লেবীয় পুস্তক ছাব্বিশ অধ্যায়ের 'সাত বার'-এর একটি প্রতীক। বংশাবলি পুস্তক আমাদের জানায় যে সত্তর বছর ছিল সেই সময়কাল, যখন ভূমি লেবীয় পুস্তক পঁচিশ অধ্যায়ের চুক্তির বিরুদ্ধে প্রাচীন ইস্রায়েলের বিদ্রোহের কারণে উপভোগ করতে না-পারা সাবাথগুলোকে 'উপভোগ' করেছিল।

> যিরমিয়ার মুখে সদাপ্রভুর বাক্য পূরণ করার জন্য, যতক্ষণ না দেশে তার সাবতসমূহ উপভোগ করেছিল: কারণ, সে যতদিন বিরান পড়ে ছিল, ততদিন সে সাবত পালন করেছিল, সত্তর বছর পূর্ণ করার জন্য। ২ বংশাবলি ৩৬:২১।

ভবিষ্যদ্বাণীমূলক "অরণ্য"-এর প্রতীক হিসেবে, প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় ১১-এর দুই সাক্ষী ২০২০ সালের ১৮ জুলাইয়ের পর রাস্তায় মৃত অবস্থায় যে "সাড়ে তিন দিন" ছিল, সেটি "সত্তর বছর"-এর প্রতীক, এবং একই সঙ্গে "সাত কাল"-এরও প্রতীক। "দিনগুলোর শেষে" কথাটি দানিয়েলের পুস্তকে সিলমোহর করে রাখা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক দিনগুলোর পরিসমাপ্তির প্রতীক।

১৭৯৮ সালে দানিয়েলের পুস্তকের সিলমোহর খোলা হলো, এবং দানিয়েল তাঁর বরাদ্দ স্থানে দাঁড়ালেন, তাঁর উদ্দেশ্যে পূরণে প্রস্তুত।

> "যখন ঈশ্বর একজন মানুষকে কোনো বিশেষ কাজ অর্পণ করেন, তখন তাকে দানিয়েলের মতো নিজের দায়িত্ব ও অবস্থানে অবিচল থাকতে হবে, ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিতে প্রস্তুত, তাঁর উদ্দেশ্যে পূরণে প্রস্তুত।" ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, খণ্ড ৬, ১০৮।

১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর, দানিয়েল পুস্তকের অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্দশ পদের পূরণে, দানিয়েল পুস্তক আবারও নিজ অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত হলো। ১৭৯৮ এবং ১৮৪৪ প্রথম ও দ্বিতীয় রোষের সমাপ্তি, এবং সেই কারণে 'সাত কালের' শেষকে চিহ্নিত করে। দানিয়েল পুস্তকে 'দিনগুলোর শেষে' হলো 'সাত কাল' দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা এক বন্দীদশার পরিসমাপ্তির প্রতীক। দানিয়েল পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে, 'সাত কাল' তার উপর অতিক্রান্ত হওয়ার সময় নবূখদ্নিৎসর এক পশুর মতো বাস করেছিল। 'দিনগুলোর শেষে', তার রাজ্য এবং বুদ্ধি তার কাছে ফিরে আসে।

> দিনসমূহের শেষে আমি, নবূখদ্নিজ্জর, স্বর্গের দিকে চোখ তুললাম, এবং আমার বুদ্ধি আমার কাছে ফিরে এলো; আর আমি পরম প্রধানকে ধন্য বললাম, এবং যিনি চিরজীবী তাঁকে স্তব ও মহিমান্বিত করলাম—যাঁর আধিপত্য চিরস্থায়ী আধিপত্য, এবং তাঁর রাজ্য প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। আর পৃথিবীর সব অধিবাসী তুচ্ছ গণ্য হয়; তিনি স্বর্গের বাহিনীতে এবং পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে নিজের ইচ্ছামতো কাজ করেন; তাঁর হাত থামাতে পারে এমন কেউ নেই, কিংবা তাঁকে বলতে পারে, "তুমি কী করছ?" একই সময়ে আমার বুদ্ধি আমার কাছে ফিরে এলো; আর আমার রাজ্যের মহিমার জন্য আমার মান-মর্যাদা ও দীপ্তি আমার কাছে ফিরে এলো; এবং আমার উপদেষ্টারা ও অভিজাতরা আমার কাছে এল; এবং আমি আমার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হলাম, এবং আমার প্রতি অধিক শ্রেষ্ঠ মহিমা যোগ হলো। দানিয়েল ৪:৩৪-৩৬.

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহর দেওয়ার সময়ের সমাপ্তিকে "দিনসমূহের শেষে" হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, এবং সেই কারণে এটি "সত্তর বছর"-এর প্রতীকী সমাপ্তি ও "সাত বার"-এরও প্রতীকী সমাপ্তি নির্দেশ করে। সেই সময়, "পশ্চাতাপ ও ক্ষমা" হবে তাদের কর্মের প্রতিনিধিত্বকারী বৈশিষ্ট্য, যারা "শুকনো হাড়ের উপত্যকা" দিয়ে যাওয়া রাস্তায় পূর্বে মৃত ছিল।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের পশ্চাত্তাপের কাজের দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্যটি ইজেকিয়েল গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে "দীর্ঘশ্বাস ফেলো ও কান্নাকাটি" হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। যখন ঈশ্বরের লোকেরা তাদের ব্যক্তিগত পাপ স্বীকার করে এবং তা পরিত্যাগ করে, যখন তারা স্বীকার করে যে তারা তাদের পিতৃপুরুষদের একই পাপ পুনরাবৃত্তি করছে, যখন তারা নিজেদের মতামতের অহংকার একপাশে রেখে মেনে নেয় যে তারা ঈশ্বরের বিপরীত পথে চলছে, এবং আরও যে ১৮ জুলাই, ২০২০-এ প্রতীক্ষার সময় শুরু হওয়ার পর থেকে তিনিও তাদের বিপরীতে চলছেন, তখন দেখা যাবে যে রাজ্যের অন্যান্য সব স্বঘোষিত জ্ঞানীদের তুলনায় তাদের "দশ গুণ" বেশি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ক্ষমতা থাকবে।

মোহরকরণের প্রক্রিয়া ইসলামকে প্রথমে মুক্ত করা এবং তারপর সংযত করার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল। সেই প্রক্রিয়ার সমাপ্তিও শুরুটির মতোই ঘটে, যখন ইসলাম আবারও মুক্ত করা হয়। মোহরকরণের সময়ের দিনগুলোর শেষে তা মুক্ত করা হয়, যা দানিয়েলের জন্য ছিল

সাইরাসের সেই ফরমান, যা মানুষকে বাবিল থেকে বেরিয়ে আসতে আহ্বান করেছিল। সেখানে, শুদ্ধিকরণের দিনগুলোর শেষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রবিবারের আইন "ফরমান"-এর বিচারে, বিশ্বস্তরা "দশ গুণ বেশি" ভবিষ্যদ্বাণীমূলক শক্তির অধিকারী বলে প্রমাণিত হবে।

> আপনারা প্রভুর আগমনকে অত্যন্ত দূরের ব্যাপার করে তুলছেন। আমি দেখেছি, শেষ বৃষ্টি মধ্যরাত্রির আহ্বানের মতোই [ততটাই হঠাৎ করে] আসছে, এবং দশ গুণ শক্তি নিয়ে। Spalding and Magan, 5.

পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা দানিয়েলের দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনা শুরু করব।

> এটি ছিল মধ্যরাতের আহ্বান, যা দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তাকে শক্তি দিবে। স্বর্গ থেকে স্বর্গদূতদের পাঠানো হয়েছিল হতাশ পবিত্রজনদের জাগিয়ে তুলতে এবং তাদের সামনে থাকা মহান কাজের জন্য প্রস্তুত করতে। সবচেয়ে প্রতিভাবান ব্যক্তিরাই প্রথমে এই বার্তা গ্রহণ করেননি। স্বর্গদূতরা পাঠানো হয়েছিল বিনয়ী, নিবেদিতপ্রাণদের কাছে, এবং তাদের সেই আহ্বান তুলতে বাধ্য করেছিল, 'দেখ, বর আসছে; তোমরা তাঁর সাক্ষাতে যেতে বাইরে বেরিয়ে যাও!' যাদের কাছে এই আহ্বানের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল, তারা তৎপর হয়ে, পবিত্র আত্মার ক্ষমতায় বার্তাটি ধ্বনিত করল এবং তাদের হতাশ ভাইদের জাগিয়ে তুলল। এই কাজ মানুষের জ্ঞান ও বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, বরং ঈশ্বরের শক্তির উপর; আর যাঁরা সেই আহ্বান শুনেছিল, তাঁর পবিত্রজনেরা, তা প্রতিহত করতে পারেনি। সবচেয়ে আত্মিকেরা প্রথমেই এই বার্তাটি গ্রহণ করেছিল, আর যারা পূর্বে কাজের নেতৃত্ব দিয়েছিল, তারাই ছিল সবশেষে এই আহ্বান গ্রহণ করতে এবং সেই ধ্বনিকে আরও প্রবল করতে সহায়তা করতে, 'দেখ, বর আসছে; তোমরা তাঁর সাক্ষাতে যেতে বাইরে বেরিয়ে যাও!' প্রারম্ভিক রচনাবলী, ২৩৮.